রক্তপলাশ

অরুণা মুখোপাধ্যায়

কেউ যেন বলেছিল
সময়ের মার্জনী সব মুছে দেয়।
দেয় নাকি? কই, বছর দুয়েক আগের দৃশ্যাবলী
এখোনো তো ঠিক ঠিক সাজাতে পারি দিনপঞ্জীর আকারে?
হেমন্তের সোনালী রোদে
ভালোবাসার সবুজ ধানী গ্রাণে
এখানো ঠিক সেরকমই স্বাদ পাই?

স্মৃতি, তুই বড়ো বেশি বিশ্বাসভাজন

বুকের টবে রোপন করেছি দেখ রক্তপলাশ
অজস্র টাটকা সার দিই দুঃখ শোক
আমার ব্যর্থ কামনা যতো।

উল্টোমুখে হেঁটে গেলে অতীতের অচ্ছোদ কুয়াশায়
দেখি সব ঠিকই আছে; যেমনটি ফেলে এসেছিলাম কবে কোন্‌দিন।
এত অক্ষত একটি একটি করে তুলে আনতে পারি:
শৈশবের বুম্বু - ভুতুম
কৈশোরের অমেয় জ্যোৎস্না - স্নাত সই জামের পাতার মাথা নাড়া
যৌবনের নিষিদ্ধ চুম্বন।
বেদখল হয়নি কোনো ভূমি
যদিও পোড়োবাড়ি, কাঁটা আর আগাছার জঙ্গল এখন সেসব।
সময়ের সম্মার্জনী
মোছেনি কিছুই; বরং ফসল বুনেছে দেখো নম্র দুরাশায়
একটি কবিতা

সৃষ্টিসন্ধান